যুগান্তর

তারিখ ... 24 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

কালকের শিক্ষক মহাসমাবেশ স্থগিত

প্রাথমিকে রোজার মধ্যেই ২৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগ

যুগান্তর রিপোর্ট

রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগের জন্য প্যানেলভুক্ত প্রায় ২৪ হাজার প্রার্থীকে রমজান মাসের মধ্যেই নিয়োগ দেয়া হবে। রোববার প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

বৈঠকে যোগ দেয়া সমিতির মহাসচিব আমিনুল ইসলাম চৌধুরী যুগান্তরকে জানান, 'প্রধান শিক্ষকদের ৬৫০০ টাকা স্কেলে (সপ্তম পে স্কেল অনুযায়ী) বেতন প্রদানসহ ৫ দফা দাবিতে তারা মন্ত্রীর সঙ্গে পূর্বনির্ধারিত বৈঠকে বসেন। সেখানে মন্ত্রী জানিয়েছেন, রোজার মধ্যে প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের নিয়োগ সম্পন্ন করা হবে।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের ৫ দফা দাবির এটিও একটি। মন্ত্রী দাবিগুলো বাস্তবায়নের আশ্বাস দেয়ায় আমরা ২৫ মে'র মহাসমাবেশ ঈদুল আযহা পর্যন্ত স্থগিত করেছি।'

প্যানেলভুক্ত শিক্ষকদের রোজার মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্নের বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক অতিরিক্ত সচিব জানান, এসব প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য ১৮ মে মন্ত্রণালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরকে নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। তাদের নতুন করে রোজার মধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে।

শিক্ষকদের ৫ দফা দাবির মধ্যে আছে, প্রধান শিক্ষকদের ৬৫০০ টাকার (সপ্তম পে স্কেল অনুযায়ী) বা উন্নীত স্কেলে বেতন প্রদান, সহকারী শিক্ষকদের বেতন স্কেল প্রধান শিক্ষকদের বেতন স্কেলের এক ধাপ নিচে নির্ধারণ, স্কুল জাতীয়করণ কাজে দ্বিতীয় ধাপের শিক্ষকদের চাকরি ও তৃতীয় ধাপের ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

স্কুল জাতীয়করণ কাজ দ্রুত শেষ করা ইত্যাদি।

প্যানেলভুক্ত এসব প্রার্থী যদিও রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য নির্বাচিত, তবে তারা এখন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়োগ পাবেন। এর কারণ ব্যাখ্যা করে ওই কর্মকর্তা বলেন, ২০১০ সালের ১১ এপ্রিল রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছিল। যার লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয় ২০১২ সালের ৯ এপ্রিল। পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হয় ৪২ হাজার ৬১১ জন। তাদের নিয়ে প্যানেল গঠন করা হয়। কথা ছিল এ প্যানেল থেকে পর্যায়ক্রমে নিয়োগ দেয়া হবে। এরই অংশ হিসেবে প্রায় ১৪ হাজার জনকে নিয়োগও দেয় সরকার। কিন্তু এরই মধ্যে ২০১৩ সালের ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। এতে প্যানেল থেকে নিয়োগ দেয়া বন্ধ হয়ে যায়।

এমন পরিস্থিতিতে ভুক্তভোগীদের অনেকে উচ্চ আদালতে মামলা করেন। ওইসব মামলার একটির রায় অনুযায়ী নওগাঁর মহাদেবপুর উপজেলার শফিকুল ইসলামসহ ১০ জন হাইকোর্টে রিট আবেদন করেন। গতবছরের ১৮ জুন রায় দেন হাইকোর্ট। এতে রিট আবেদনকারী ১০ জনকে নিয়োগের নির্দেশ দেন। রায়ের বিরুদ্ধে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ অন্যরা আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন (লিভ টু আপিল) করলে তা খারিজ করেন আপিল বিভাগ। পরে অবশ্য মন্ত্রণালয় এ ১০ জনকে নিয়োগের পদক্ষেপ নেয়। এর মধ্যে একজন মারা গেছেন। সাতজন যোগ দিয়েছেন।

সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানিয়েছে, এ ইস্যুতে হাইকোর্টে তিন শতাধিক রিট মামলা বিচারাধীন আছে। এমনকি মার্চ এবং চলতি মাসে করা সরকারের দুটি আপিল মামলাও আছে। তবে সরকারের এ নিয়োগ আদেশের কারণে এসব মামলার কার্যকারিতা শেষ হয়ে যাবে বলে কয়েকজন আইনজীবী জানিয়েছেন।